সোনালী
প্রোডাকসন্স
নিবেদিত
দীনেন
গুপ্তের
ছবি

সঙ্গিনী/কাহিনী

সবকিছুই ছুটছে, কিন্তু ভালোবাসাই দাঁড়িয়ে। সবকিছুই অস্থির, একমাত্র
ভালোবাসাই অবিচল। সবকিছুই বৃষ্টিতে ঝাপ্‌সা, একমাত্র ভালোবাসাই স্পষ্ট।
অন্ততঃ রঞ্জন আর নীলিমার ক্ষেত্রে। এদের ভালোবাসা পরিণত।
একজন, আরেকজনকে অনুভব করে, উপলব্ধি করে। এরা মধ্যবিত্ত ঘরের।
দু'জনেই চাকুরী করে, আয় সীমিত। ফলে 'বিবাহ' নামক বস্তুটা
আপাততঃ দূরের। অথচ দু'জনেই খুব কাছাকাছি।
এইভাবেই চলছিল।
হঠাৎ কোথা থেকে কি হয়ে গেল। এলো একটা অঘটন ঘটানো বর্ষা।
রাস্তায় অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে ছিলো নীলিমা। ভেবে পাচ্ছিল না এ জলপ্রপাত
কতক্ষণে শেষ হবে। এমন সময় একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো তার সামনে।
সাহেবি পোষাকে কে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক পরিচিত আত্মীয়ের মত
তার দিকে হাত বাড়িয়ে কী বলছেন...হ্যাঁ তাকে লক্ষ্য করেই—নীলিমা
কেমন যেন হকচকিয়ে গেল। সব্যসাচী গাড়ির দরজা খুলে দিলেন।
দ্বিধা করবার বিন্দুমাত্রও সময় পেলোনা নীলিমা।
রঞ্জন অপেক্ষা করে ফিরে গেলো। নীলিমা সব কথা রঞ্জনকে বলে,
কিছু লুকোয় না। আর সব্যসাচী ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাপ হওয়া,
তাঁর গাড়িতে লিফ্‌ট পাওয়া, সে তো বলবার মতো কথা।

সোনালী প্রোডাকসন্সের
নিবেদন

সঙ্গিনী

মূলকাহিনী
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
চিত্রগ্রহণ ও পরিচালনা
দীনেন গুপ্ত
সংগীত। সুধীন দাশগুপ্ত
চিত্রনাট্য ও সংলাপ
শেখর চট্টোপাধ্যায়
সহকারী প্রধান পরিচালক
সুজিত গুহ
সম্পাদনা। রমেন ঘোষ
শিল্প নির্দেশনা। সূর্য চট্টোপাধ্যায়
রূপসজ্জা। মনতোষ রায়
ব্যবস্থাপনা। সুধীর রায়
কোষাধ্যক্ষ
বিনয় ঘোষ। মাখন সাহা
গীত রচনা। পুলক বন্দোপাধ্যায়
শব্দগ্রহণ। জে. ডি. ইরাণী
সংগীত ও শব্দপুনর্যোজনা
জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়

পরিস্ফুটনে
গৌরী মুখোপাধ্যায়। অজিত দত্ত
স্থিরচিত্র। স্টুডিও বলাকা
পরিচয়লিপি। রতন বরাট
ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে অন্তর্দৃশ্যগ্রহণ
পরিস্ফুটন। শৈলেন চট্টোপাধ্যায়
পঞ্চানন সরকার। চণ্ডীচরণ শীল
পীতাম্বর দাস
আলোক সজ্জা। হেমন্ত দাস
মনোরঞ্জন দত্ত। সুখরঞ্জন দত্ত
বিনয় ঘোষ। দেবেন দাস
কণ্ঠসঙ্গীত
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
অমিতকুমার
আরতি মুখোপাধ্যায়
সোনালী গুপ্ত
কৃতজ্ঞতাস্বীকার
শচীন বারিক
নিমাই বোস (নেসকাফে)
নেসলস প্রোডাকটস্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ
কোলকাতা অফিস
টাটা টেকসটাইল
সহকারীবৃন্দ
পরিচালনা। তপন চট্টোপাধ্যায়

দীপক গঙ্গোপাধ্যায়
চিত্রগ্রহণ। গৌর কর্মকার
জনক। দশরথ বিশাল। নিশামণি
শিল্প নির্দেশনা। অনিল পাইন
সম্পাদনা। অনিল দাস
বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়
সংগীত। অলোকনাথ দে
শব্দপুর্নযোজনা। গোপাল ঘোষ
ভোলানাথ সরকার
রবীন চৌধুরী
সাজসজ্জা। সরযুলাল
শব্দগ্রহণ। সিদ্ধি নাগ
রূপসজ্জা। পাঁচু দাস
ব্যবস্থাপনা
পুলিন দাস। কার্তিক দাস

অভিনয়ে

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়
বসন্ত চৌধুরী
কাজল গুপ্ত
শেখর চট্টোপাধ্যায়
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
কালী বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গিনী/কাহিনী

তারপর, তারপরদিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে যা সব কাণ্ড দেখে এলো, সেতো
আরেক চাঞ্চল্যকর অভিজ্ঞতা। যদি কাউকে বলতে হয়, প্রথমেই বলতে হয়
রঞ্জনকে। কিন্তু বলবে কখন ? কিভাবে ?
রঞ্জন অফিসের পর থিয়েটার নিয়েই মেতে থাকে। এই সূত্রে তার যোগাযোগ
এক বিশেষ মহিলার সঙ্গে। মহিলা একা থাকেন,
সব্যসাচীবাবুর দোতলায়। এই মহিলার পক্ষছায়ায় সকলেই নিরাপদ।
নিরাপদ শুধু নয়, বাধিত। রঞ্জন, এক নতুন জীবনের কাছে—এক নিমেষে
পৌঁছে যায়। অথচ নীলিমাকে কিছুই বলে না।
গোপন করতে গিয়ে বাঁধলো ঝগড়া।
সন্দেহের ক্ষুদ্রতা নিয়ে, মিথ্যে কথার যন্ত্রণা নিয়ে দু'পক্ষই
অশান্ত হয়ে উঠলো। পুলিশ কেন ? জড়িয়ে পড়লেন ঐ মহিলা
অনিন্দিতা দেবী, নীলিমা, সব্যসাচী, রঞ্জন এবং রঞ্জনের বন্ধু শুভেন্দু।
অতঃপর শুভেন্দুর চেষ্টাতেই সমস্ত ঘটনার জট খোলে।
গোলমাল মিটে যায়। অনিন্দিতা ফিরে পেলেন তার স্বামী সব্যসাচীকে।
রঞ্জন ফিরে পেলো নীলিমাকে।
জীবনের সব খেলায় সকলেই আউট হয়ে যায়, একমাত্র ভালোবাসাই
উদয়াস্ত নট-আউট।

সঙ্গিনী/গান

গান ॥ এক

হে নীলিমা—প্রিয়তমা...
যেখানেই থাকি তোমাকেই দেখি
মুখে হাসি তোমার,
জানে সকলে দিয়েছি বলে
তুমি শুধু আমার।
নীলিমা—প্রিয়তমা ॥

ইয়াহু...
রঞ্জন। শোন শোন দিলকীরাণী
ধরো এ হাত ছেড়োনা
নীলিমা। আঃ কি হচ্ছে কি—
রঞ্জন। প্যার করে মরেছি যে
জানে আমায় মেরোনা—
নীলিমা। মারবোনা
রঞ্জন। শোন শোন দিলকীরাণী
ধরো এ হাত ছেড়োনা
প্যার করে মরেছি যে
জানে আমায় মেরোনা।
কাঁপে দিল ধড়ক্ ধড়ক্ তড়প্ তড়প্
তাওকি বোঝনা
নীলিমা। আচ্ছা—

উই—উই—উই—
বাগআপ্ বেবী—বাগআপ্
ও-ও-ডারলিং এই সোজা রাস্তায়
পালাই প্রেম করে এ্যামেরিকায়।
সেকেনআপ্ বেবী—সেসেনআপ্—
সুইং সুইং সুইং
এসো এসো এসো কাছেতে—
আ-আ-আ—
তুমি ছাড়া আমার আছে কে।
আরো বেশী প্রেমে পরি
মন নিয়ে খেলা করি
মরে বাঁচি, বেঁচে মরি জানেতে
এসো এসো এসো কাছেতে—
আ-আ-আ—
তুমি ছাড়া আমার আছে কে—
তু-তুরু
এসো এসো এসো কাছেতে—
পা-পাপা—
তুমি ছাড়া আমার আছেকে।

গান ॥ দুই

একটু বাতাস ছিলো
কখোন সে হ'য়ে গেল ঝড়
নিজেদের কাছে আজ
নিজেরাই হ'লাম যে পর।
ছোট্ট একটি ভুল
ছোট থাকতেই
ভেঙ্গে দেওয়া যেতো
কত সহজেই
লুকোচুরি খেলে খেলে
কি সুখ পেলো যে অন্তর ॥
অনেক ভাগ্য ক'রে
ভালবাসে মন

সঙ্গিনী/গান

সে কথাটা কেন
থাকেনা স্মরণ
কেন ভুলে ভুলে যাই
এ জীবন কতো সুন্দর।

গান ॥ তিন

এই বৃষ্টিতে কে ভিজবে,
সে এসোনা
বৃষ্টি আমি আজ কিছুতেই
থামতে দেবোনা।
শুনি রিম্‌ঝিম্—সেই রিম্‌ঝিম্
তোমাকে শোনাতে চাই।
এই বরষায়—সেই ভরসায়
আমি যে তোমাকে পাই।
মন যে বলে—ভিজতে হলে
একলা ভিজোনা
বৃষ্টি আমি আজ কিছুতেই
থামতে দেবোনা
এই বৃষ্টিতে কে ভিজবে
সে এসোনা।
কত স্বপ্নে—কত যত্নে
ছিল যে দিন আমার
তাকে দেখলাম—ধরে রাখলাম
দু'চোখে আমি আবার
মন হারালে মন কি বলে
তাও কি বোঝনা—
বৃষ্টি আমি আজ কিছুতেই
থামতে দেবোনা ॥

গান ॥ চার

তোমরা কেহে
তোমরা বড় গেইয়া
আরে আমায় চেনোনা।
আমি শহর কোলকাতার
খানদানী দর্জিপাড়ার,
বাবু সেই নতুনদা—
যেখানে সেখানে ফেলিনা
আমি পা।
যে সে তামাক খাইনা আমি
খাই যে শুধু অম্বুরী
সিল্কের মোজার ওপর আমি—
চক্‌চকে পাম্পসু পরি—
গলায় আমার গলাবন্ধ—
দুটি হাতে দস্তানা
আরে আমার চেনোনা।
ঠুন ঠুন পেয়ালায়
সখিরা নাচে গায়—
থিয়েটারে হারমোনিয়া
আমি ছাড়া কে বাজায়
ওরে বাবা বাঘ—ওর ভারী রাগ
আঁচড়ায় কামড়ায় বাবুদের
চামড়ায়
ভাগ ভাগ ভাগ প্রাণ নিয়ে ভাগ।
ভাগ—।

অনুপকুমার। রবি ঘোষ
চিন্ময় রায়। মাঃ দিব্যেন্দু
কল্যাণ সেন। স্বপনকুমার
জহর রায়। অমরনাথ মুখোপাধ্যায়
তপন চট্টোপাধ্যায়। ননী গাঙ্গুলী
সূর্য্য। দীপক। পার্থ। সতু
গণেশ। ক্ষুদিরাম। তাপস। সত্য
প্রশান্ত। দীনবন্ধু। কৌশিকব্রত
অরুণ। অজিত। মাখন। সব্যসাচী
পার্থ। সঞ্জয়। অরুণ। অলোক
নিত্যানন্দ। তুতুন। বুবুন। রবি
যোগেশ। জয়ন্ত। সৌমেন। দীনবন্ধু
সাধনা রায়চৌধুরী
শমিতা বিশ্বাস। রত্না ঘোষাল
দীপিকা দাস। মিস বি. বারজার

পরিবেশনা
শ্রীরণজিৎ পিকচার্স (প্রাঃ) লিঃ

প্রচার পরিকল্পনা
বিদ্যুত্ চক্রবর্তী

পুস্তিকা গ্রন্থনা ও সম্পাদনা
বিদ্যুত্ চক্রবর্তী

মুদ্রন। এসডি প্রিন্টার্স

সঙ্ঘয়িতা ফিল্মসের নিবেদন
বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনী থেকে

দেবী চৌধুরাণী

পরিচালনা দীনেন গুপ্ত
সুর মানবেন্দ্র মুখার্জী

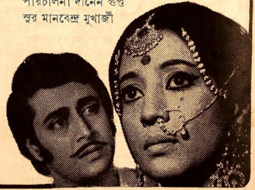

আসছে !
শ্রেঃ সুচিত্রা সেন রণজিৎ মল্লিক বসন্ত কালী
কাজল সুমিত্রা শেখর হারাধন পদ্মা
পরিবেশনা শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ